পরিচালকমন্ডলীর
প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব, ব্যালান্স শীট, আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণী আপনাদের মূল্যবান দিক নির্দেশনা, মতামত ও সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করা হল। ২০১৫ সালে কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

মূল কার্যক্রম

যথারীতি কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম ছিল সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন এ্যালোপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও হারবাল ওষুধ উৎপাদন করে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

দৃষ্টিভঙ্গি

আলোচ্য বছরটিতে সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইবনে সিনা সর্বক্ষেত্রে তথা উৎপাদনশীলতা ও ব্যবসা পরিচালনায় উত্তম নীতিবোধ সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়ার নীতিতে অবিচল থাকার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা

আলোচ্য অর্থ বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও তার প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় ব্যবসা ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি দেখা গিয়াছে। উপরোক্ত অবস্থা সত্ত্বেও ইবনে সিনার পরিচালকমন্ডলী প্রতিকূল অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং দূরদর্শিতা, সময়োচিত পদক্ষেপ ও বিবেচনা প্রসূত বিনিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানির বস্তুগত উন্নয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ফলে মানসম্মত ওষুধ উৎপাদন ও ভোক্তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর কাজ সহজ ও সন্তোষজনক হয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণ, বিতরণ এবং সর্বোপরি রোগী ও ভোক্তাদের কাছে ওষুধ পৌঁছানো পর্যন্ত সর্বস্তরে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে কোম্পানি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

উৎপাদন কার্যক্রম

আইপিআই এর কারখানার ক্ষমতা, দক্ষতা, পরিমাণগত এবং গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আলোচ্য বছরে ফার্মা ও ন্যাচারাল মেডিসিন ডিভিশনে সর্বাধুনিক ও উন্নত মানের মেশিনারিজ ক্রয় এবং বেশ কিছু নতুন প্রোডাক্ট বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সার্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে যা অভ্যন্তরীন ও ব্যাংক বিনিয়োগের উৎস হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

বিক্রয় প্রবৃদ্ধি অর্জন

আলোচ্য বছরে ওষুধ বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির বিক্রয়, বিতরণ নেটওয়ার্ক ও মার্কেটিং ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। যা ওষুধ বাজারে আমাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। আলোচ্য অর্থ বছরে ১৮.০৬% বিক্রয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সর্বমোট বিক্রয় অর্জিত হয়েছে ৩১৬২.৬৩ মিলিয়ন টাকা, বিগত বছরে বিক্রয় ছিল ২৬৭৮.৯১ মিলিয়ন টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ২১.২৯%। বিক্রয়, বিপনন ও মার্কেটিং বিভাগের সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং সেবা ও ফ্যাক্টরীর সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় এ কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেট প্রবৃদ্ধি

২০১৫ সালে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেট এর প্রবৃদ্ধি ১৫.১৮%। ২০১৫-তে দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ ১৮.০৬% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা প্রশংসার যোগ্য।

আর্থিক ফলাফল

২০১৫ সালের আর্থিক ফলাফলের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ

বিবরণ	টাকায়	
	২০১৫	২০১৪
করপূর্ব মুনাফা	২৩১,৫১১,৭৬৪	১৬৯,৯৩৫,০০২
বাদ ঃ আয়কর	৫৩,৪৫৪,৬০৮	৪২,৬৫৬,৫৮২
কর পরবর্তী মুনাফা	১৭৮,০৫৭,১৫৬	১২৭,২৭৮,৪২০
পূর্ববর্তী বছর পর্যন্ত অবন্টনকৃত মুনাফার জের	১৮০,০৫০,৮৫৩	১২৭,৬১৬,৪৩৩
বছর শেষে রিটেইন্ড আর্নিংস	৩৫৮,১০৮,০০৯	২৫৪,৮৯৪,৮৫৩
নীট সম্পদ মূল্য	৮৩২,৯৪৫,৬৬৮	৬৭৯,৩৪৪,৭০৪
শেয়ার প্রতি আয় (সমন্বিত-২০১৪)	৭.৯৩	৫.৬৭
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য	৩৭.১০	৩১.৭৭
শেয়ার প্রতি নীট চলতি নগদ প্রবাহ	৯.৬০	৮.১২

শেয়ার প্রতি নীট চলতি নগদ প্রবাহ

শেয়ার প্রতি আয়

স্থায়ী সম্পদ

পূর্ববর্তী বছরগুলোর সফলতার দৃষ্টান্ত ও এজিএম সমূহে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের পরামর্শের আলোকে আলোচ্য বছরে কারখানার সম্প্রসারণ, জমি উন্নয়ন, ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, মেশিনারীজ সংগ্রহ ও স্থাপন, সেফালোস্পোরিন প্রজেক্ট, ন্যাচারাল মেডিসিন কারখানার সম্প্রসারণ ও বিক্রয় বিভাগে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সহ স্থায়ী সম্পদ অর্জনে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা হয়েছে। স্থায়ী সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ আর্থিক বিবরণীর এনেক্স 'এ' তে বিবৃত হয়েছে।

উন্নত কাঁচামাল ও ওষুধের গুণগত মান

মানব কল্যানের লক্ষ্যে ব্রত ইবনে সিনা ফার্মা ওষুধের গুণগত মান রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে সঠিক মান ও উৎসের সন্ধান এবং উন্নত কাঁচামাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সঠিক মাত্রার ওষুধ প্রস্তুত করায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করা হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবেই আইপিআই ওষুধের গুণগত মানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। উন্নত কাঁচামালের সংগ্রহ ও বিশ্বমানের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রনের মধ্য দিয়ে গ্রাহকের দোরগোড়ায় সাশ্রয়ী মানের ওষুধ পৌঁছানোর জন্যে কোম্পানি নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নতুন ওষুধ বাজারজাতকরণ

ফার্মা ডিভিশন

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ প্রচলিত ওষুধের পাশাপাশি নিয়মিত নতুন ওষুধ বাজারজাতকরণ করছে যা কোম্পানির প্রবৃদ্ধি অর্জনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০১৫ সালে ১৩টি জেনেরিকের মোট ১৪টি প্রোডাক্ট বাজারজাত করা হয়েছে। এ বছরে বাজারজাতকৃত প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে ফ্লোরোমক্স (মক্সিফ্লক্সাসিন), জারভেক্স (সোডিয়াম এলজিনেট+পটাসিয়াম বাইকার্বোনেট), রিস্টেট (রসুভাস্টাটিন), জেপিরন প্লাস (আয়রন পলিমালটোজ কমপ্লেক্স+ফলিক এসিড+জিংক+ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স), হেপাটিয়াব (রিফাক্সিমিন), আই-ফ্রেস (কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ সোডিয়াম), জি-ফ্রেশ (কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ সোডিয়াম+গ্লিসারিন) চিকিৎসক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

ন্যাচারাল মেডিসিন ডিভিশন

আধুনিক বিশ্বে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সিনথেটিক (এ্যালোপ্যাথিক) মেডিসিনের সাথে পাল্লা দিয়ে ন্যাচারাল মেডিসিনের ব্যবহার ও গ্রহনযোগ্যতা ক্রমাগয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইবনে সিনা ন্যাচারাল মেডিসিন ডিভিশন উন্নত ভেষজ উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি গুণগত মান সম্পন্ন আধুনিক মানের ইউনানী, হারবাল এবং কনজুমার প্রোডাক্ট বাজারজাত করছে। রোগ নিরাময়ে ইউনানী ও হারবাল প্রোডাক্ট উৎপাদনের মাধ্যমে ইবনে সিনা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট ইতিমধ্যেই চিকিৎসক ও ভোক্তাগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিগত ২০১৫ সালে মোট ৭টি গুরুত্বপূর্ণ নতুন হারবাল প্রোডাক্ট বাজারজাত করা হয়েছে। প্রতিটি প্রোডাক্টই চিকিৎসকগণের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

বিগত ২০১৫ সালে বাজারজাতকৃত নতুন প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে :

ইসবগুল প্লাস, সিলিক্যাপ, এফ-কোহস, এনজয়, ই-কেয়ার, ইয়োরেক্স, স্কু-কেয়ার

২০১৬ সালে বাজারজাত করণের জন্য অপেক্ষমান উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রোডাক্ট হচ্ছে :

মুরাভিট, নিম্বী, সিনয়ো, ফিমোক্যাল, নাভেসিনা, মায়রোসিন, ন্যাচারাল ও আর এস, বকরেয়ার ইত্যাদি।

বিক্রয় ও বিতরণ

জনশক্তির সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশের সকল প্রান্তের মানুষের কাছে ওষুধ পৌঁছে দিতে আধুনিক বিতরণ (Modern Distribution Channel) ব্যবস্থার ধারণা সমৃদ্ধ এক ঝাঁক তরুণ ও অভিজ্ঞ জনবল ১৭টি সেলস ডিপোতে নিয়োজিত রয়েছে। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ আরো পরিতৃপ্ত কাস্টমার সার্ভিস প্রদান ও কনজুমারদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর জন্য ২০১৬ সালে আরো তিনটি সেলস ডিপোর কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। বিক্রয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, কাস্টমার সার্ভিস ইত্যাদি বিষয়ে ডিপো পর্যায়ে আধুনিক কম্পিউটার সুবিধা, নিজস্ব পরিবহন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্বারা বিভাগটি সুসজ্জিত করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার নির্ধারণ করা, মানব সম্পদ ধরে রাখা, মেধাবীদের লালন এবং প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে গতিশীল ও যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী তৈরী করা। চলমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিশেষত দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের সর্বোচ্চ শিখরে ক্রমান্বয়ে উত্তরণের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, কর্মী মূল্যায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোম্পানি হেড অফিস, ফিল্ড ও ফ্যাক্টরীর সকল পর্যায়ে একটি সুসমন্বিত অনুকূল কর্মপরিবেশ তৈরীর ইতিবাচক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে কোম্পানির বিভিন্ন স্তরে ও বিভাগে কর্মরত সর্বমোট ৫৪০ জনকে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও বিভিন্ন পেশাদার দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল কোম্পানির অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। এভাবে বিগত ৩২ বছরে গণমানুষের কল্যানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ইবনে সিনা একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে।

কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন

পরিচালকমণ্ডলী কর্পোরেট গভর্নেন্স এর গাইড লাইন এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ এবং অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ। ০৭ আগস্ট, ২০১২ এর Notification No- SEC/CMRRCD/২০০৬-১৫৮/১২৯/Admin/৪৪ এর ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোম্পানির Compliance Position ৬১-৬৫ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে।

শ্রম আইনের প্রতিপালন

কোম্পানিতে শ্রম আইন ও বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি সংশোধিত শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর আলোকে যথাক্রমে অংশগ্রহণকারী কমিটি, সেইফটি কমিটি ও ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। তাছাড়া গঠন করা হয়েছে যৌন নিপীড়ন বিরোধী কমিটি। কমিটিগুলো বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক কর্মচারীগণের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে।

দূষণমুক্ত পরিবেশ

ক্রমবর্ধমান মানবসৃষ্ট দূষণ ও বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে ইবনে সিনা তার সকল ফ্যাক্টরী ইউনিটে সরকারী পরিবেশ অধিদপ্তর ও ড্রাগ প্রশাসনের বিধিমালা অনুসরণ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট

বিনিয়োগকারী ও মূলধন বাজারের স্বার্থ রক্ষার্থে কোম্পানির কর্পোরেট গভর্নেন্স নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ৭ আগস্ট, ২০১২ তারিখে ইস্যুকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইড লাইন অনুসারে কোম্পানির ২০১৫ সালের কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসেবে ইতরাত হোসেন এন্ড এসোসিয়েটসকে নিয়োগ দেয়া হয়। ইতরাত হোসেন এন্ড এসোসিয়েটস, চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইন প্রাকটিস যথারীতি কমপ্লায়েন্স অডিট সম্পন্ন করে এবং কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট প্রদান করে যা রিপোর্টের ৬০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিধিবদ্ধ তথ্য সম্বন্ধে পরিচালকমণ্ডলীর ঘোষণা

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ ও স্টেকহোল্ডারদের প্রতি জবাবদিহির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুচারুরূপে কোম্পানি পরিচালনা করাই হচ্ছে কর্পোরেট গুড গভর্নেন্স এর মূল উদ্দেশ্য। পরিচালকগণ Corporate Governance Guideline অনুসারে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামোর মান নিশ্চিত করেন।

ক. সকল বিবরণীতে কোম্পানি সংক্রান্ত বিষয়াবলী, পরিচালনা নীতিমালা, অর্থ প্রবাহ এবং তারল্যের পরিবর্তন সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে,
খ. কোম্পানির হিসাব বহি সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে,
গ. আর্থিক বিবরণী সমূহ প্রস্তুতকালে বাংলাদেশে প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক হিসাব মান (IAS) অনুসরণ করা হয়েছে,
ঘ. অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ ছিল এবং কার্যকর প্রয়োগ ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা হয়েছে,
ঙ. চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির সক্ষমতা প্রমাণিত,
চ. কোম্পানির পরিচালনাগত ব্যাপারে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কোন বিচ্যুতি নেই,
ছ. পাঁচ বছরের পরিচালনা ও আর্থিক ফলাফল সমূহ ৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে,
জ. পরিচালকমণ্ডলীর বোর্ড মিটিং এ উপস্থিতির বিবরণ ৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে,
ঝ. কোম্পানির শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন ৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে এবং
ঞ. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রোফর্মা অনুযায়ী কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট প্রতিবেদনের ৬১-৬৫ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হয়েছে।

BAS, BFRS সহ অন্যান্য আরোপযোগ্য আইন ও নীতি সমূহের বাস্তবায়ন

কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এবং Bangladesh Securities and Exchange Commission বিধি, ১৯৮৭ অনুসরণপূর্বক, কোম্পানি যাতে তার যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করাসহ সঠিক আর্থিক অবস্থান প্রকাশ করে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর। সকল আর্থিক হিসাব প্রণয়নে Bangladesh Accounting Standard (BAS) সহ অন্যান্য আরোপযোগ্য নীতি সমূহের পূর্ণ অনুসরণ পূর্বক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়। আর্থিক হিসাব প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় পরিচালকগণের করণীয় সম্পর্কিত পৃথক একটি রিপোর্ট ৭০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক প্রতিবেদন ও জবাবদিহি

অর্থ বছরের প্রথম কোয়ার্টার, অর্ধ-বার্ষিক এবং ৩য় কোয়ার্টার এর আর্থিক হিসাব প্রস্তুত, আর্থিক বছর শেষে বার্ষিক হিসাব, এবং কার্যক্রমের একটি যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব পরিচালকমন্ডলী পালন করে যাচ্ছেন। পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক গঠিত অডিট কমিটি এসব প্রতিবেদনের তথ্যাবলীর সঠিকতা, যথার্থতা, স্বচ্ছতা ও পূর্ণাঙ্গতা নিয়মিত পরীক্ষা করে থাকেন।

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/এডমিন/০৩-৩৪, তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর লিস্টিং রুলস অনুযায়ী ২০১৫ সালে প্রথম কোয়ার্টার, অর্ধবার্ষিক ও তৃতীয় কোয়ার্টার এর অনিরীক্ষিত হিসাব কোম্পানির ওয়েব সাইটে ও খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং কোম্পানি যথারীতি ও নিয়মিতভাবে BSEC, DSE, CSE সহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রেরণ করে।

অস্বাভাবিক লাভ-ক্ষতি

আলোচ্য বছরে কোম্পানিতে কোন অস্বাভাবিক লাভ বা ক্ষতি হয়নি।

অপরিশোধিত লভ্যাংশ প্রসঙ্গে

কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণকে তাঁদের প্রাপ্য লভ্যাংশ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধি মোতাবেক প্রতি বছর বিও হিসাবধারীদের নিকট EFT এর মাধ্যমে এবং কতিপয় হিসাবধারীদের নিকট লভ্যাংশ পত্র যথারীতি নিবন্ধিত ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়ে থাকে। কতিপয় হিসাবধারী কারও কারও কোম্পানিতে প্রদত্ত ঠিকানায় অবস্থান না করার কারণে প্রেরিত লভ্যাংশ অবিলিকৃত অবস্থায় অফিসে ফেরত আসে। কোম্পানির পক্ষ থেকে শেয়ারহোল্ডারগণকে তাঁদের প্রাপ্য অপরিশোধিত লভ্যাংশ সংগ্রহের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ তাগাদা পত্র দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৫ সালেও অপরিশোধিত লভ্যাংশ সংগ্রহের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণকে পত্র দেয়া হয়েছে।

পরিচালকমণ্ডলীর ভাতা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক (অর্থ), পরিচালক (মার্কেটিং) ও পরিচালক (টেকনিক্যাল) ব্যতিরেকে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ বোর্ড মিটিং এ উপস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট ভাতা ছাড়া অন্য সুবিধা ভোগ করেন না। ভাতা বাবদ ব্যয়ের পূর্ণ প্রতিবেদন ১৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

অডিট কমিটি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং SEC/CMRRCD/২০০৬-১৫৮/১২৯/Admin/৪৪ তারিখ ০৭ আগস্ট ২০১২ এর নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক গঠিত ইনডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি কাজ করে যাচ্ছেন। কমিটি তার রিপোর্টে BSEC ও বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পাদন, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পদ্ধতি, বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি এবং বহিঃ নিরীক্ষকদের পর্যবেক্ষণগুলোর বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। রিপোর্টিং এর কোন পর্যায়ে ন্যূনতম ত্রুটি, অমিল অথবা সত্য পরিপন্থী তথ্য না থাকায় আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদন বাস্তব ও স্বচ্ছ হিসেবে গণ্য হয়েছে। অডিট কমিটির একটি রিপোর্ট ৬৮ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধ করণ বিধিমালা প্রতিপালন প্রসঙ্গে

কোম্পানি তার পরিচালকবৃন্দ, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য শেয়ার লেনদেন এর ক্ষেত্রে BSEC এর বিধি অনুসারে সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধ করণ বিধিমালা প্রতিপালন অঙ্গে একটি নীতি নির্ধারণ করেছে। এ নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার নীতি

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে কোম্পানির Good Governmenance Practice নিয়মিত ও ধারাবাহিক প্রতিপালনের লক্ষ্যে পরিচালকমণ্ডলী আইপিআই এর Corporate Social Responsibility Policy অনুমোদন করে। উক্ত নীতি সুষ্ঠুভাবে পরিপালনের জন্য বোর্ড তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার নীতি ৫৪ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এস.ই.সি/ সি.এম.আর.আর.সিডি/২০০৬-১৫৮/এডমিন/৪৪ তারিখ ০৭ আগস্ট ২০১২ অনুযায়ী জনাব আব্দুর রকিব কে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক হিসেবে দ্বিতীয় টার্মের জন্য পুনর্নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ কে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক হিসেবে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। BSEC কর্তৃক প্রদত্ত প্রেসক্রাইবড ফরমেট অনুসারে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকদ্বয়ের জীবন বৃত্তান্ত ৭২ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

আইনের প্রতি শ্রদ্ধা

রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধি বিধানের যথাযথ অনুসরণ ও প্রতিপালনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় এবং করণীয় বিষয়সমূহ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়। আইনের পরিপন্থী ও মানব কল্যাণে ক্ষতিকর কোন কর্মকাণ্ডের সাথে কোম্পানি জড়িত নয়।

বিধিবদ্ধ পরিশোধ সমূহ

কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের এবং রাষ্ট্রীয় সকল বিধিবদ্ধ দেনা সমূহ যথাযথভাবে হালনাগাদ পরিশোধিত হয়েছে।

পুঁজিবাজার আইনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা

দেশের উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির পর থেকে কোম্পানি কঠোরভাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর নির্ধারিত আইন, নীতিমালা এবং সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে আসছে।

উল্লেখযোগ্য আর্থিক বিবরণীর তথ্যাদি

BSEC এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিগত ৫ বছরের আর্থিক বিবরণী ৪০ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে একটি অংশীদারিত্বমূলক "ভবিষ্যৎ তহবিল" একটি গ্র্যাচুইটি তহবিল এবং একটি সুপার এনুয়েশন ফান্ড গঠন করেছে। প্রত্যেকটির ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথক বোর্ড অব ট্রাষ্টি রয়েছে। এছাড়াও গ্রুপ ইন্সুরেন্স, ফ্যাক্টরীতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

শ্রমিক মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল

আলোচ্য বছরে শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধীত শ্রম আইন ২০১৩) অনুযায়ী, কোম্পানির নীট মুনাফার ৫% অর্থাৎ ১,১৫,৭৫,৫৮৮ টাকা শ্রমিক মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে প্রদান করা হয়েছে।

কনজুমার প্রজেক্ট

স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও কোম্পানির সম্প্রসারণের জন্য নতুন নতুন প্রজেক্ট হিসেবে কনজুমার প্রজেক্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে "ইবনে সিনা কনজুমার প্রোডাক্ট লিমিটেড" নামে পৃথক একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। যাতে কোম্পানির ৩৫% অংশীদারিত্ব রয়েছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, পরিচালকমণ্ডলী যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর ব্যপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গৃহীত ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করছে। পরিচালকমণ্ডলী সময়ে সময়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিবেচনা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করে থাকে। পুঁজির সর্বোত্তম ব্যবহার, সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

চলমান প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানির ব্যবসায়িক গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা শেষে মহান আল্লাহর রহমতে নিশ্চিত হয়েছেন যে, আগামী দিনগুলোতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার মত যথেষ্ট সঙ্গতি কোম্পানির রয়েছে এবং তদনুসারে চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

শেয়ার বাজারে কোম্পানির অবস্থান

২০১৫ সালে কোম্পানির শেয়ার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি বা অবমূল্যায়িত হয়নি। শেয়ারহোল্ডারগণ সর্বদা আইপিআই এর শেয়ারের ওপর আস্থাশীল। উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে প্রতি ১০ টাকার অভিহিত মূল্যের শেয়ার সর্বনিম্ন ৮০.০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৮৩.৫০ টাকায় ট্রেডিং হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ ৪৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হয়েছে।

জাতীয় কোষাগারে অবদান

সামাজিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে কোম্পানি নিয়মিতভাবে জাতীয় কোষাগারে অবদান রাখছে। কোম্পানি জাতীয় রাজস্ব কোষাগারে কর ও ভ্যাট বাবদ ২০১৫ সালে ৫২৩,০১৬,৭৩৮ টাকা প্রদান করে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এটি আলোচ্য অর্থ বছরে বিক্রয়লব্ধ অর্থের ১৬.৪৪ % এর সমান।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি সম্পর্কিত সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে সংকোচনে কোম্পানির একটি শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া রয়েছে। এর বিবরণী ৫৬ পৃষ্ঠায় দেয়া আছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারী সু-সম্পর্ক

ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে কাজের প্রতি নিষ্ঠা, গভীর আন্তরিকতা, অর্থবহ সহযোগিতা ও মর্যাদাপূর্ণ ভ্রাতৃপ্রতিম সু-সম্পর্ক বজায় রয়েছে যা কোম্পানির উন্নয়ন ও উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে প্রতিনিয়ত শক্তি যুগিয়েছে।

পারিশ্রমিক নীতি

পারিশ্রমিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি, প্রাইস ইনডেক্স এবং অন্যান্য প্রতিযোগী কোম্পানি সমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মকর্তা কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা-মজুরী ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়।

পরিচালক নির্বাচন

কোম্পানির সংঘ বিধির ২৮ ধারা অনুসারে এ সভায় 'এ' গ্রুপের পরিচালক সর্ব জনাব (১) জনাব শাহ আবদুল হান্নান এবং (২) কমোডর (অবঃ) এম. এ. রহমান অবসর গ্রহণ করেছেন। অবসর গ্রহণকারী পরিচালকবৃন্দ পুনর্নির্বাচনের যোগ্য বিধায় পুনর্নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন। BSEC কর্তৃক প্রদত্ত ফরমেট অনুসারে সম্মানিত পরিচালকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ৭২ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হলো।

হুইসেল ব্লোইং পলিসি

হুইসেল ব্লোইং পলিসির মাধ্যমে কোম্পানি সকল পর্যায়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সহ যেকোন ধরনের জালিয়াতি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে থাকে। এ নীতি অনুসরণে কোম্পানির যেকোন অফিসার বা কর্মচারী অন্য অফিসার বা কর্মচারীর অনৈতিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ সম্পর্কে কোম্পানির স্বার্থে অবহিত করে থাকেন।

উদ্বৃত্ত পত্র প্রস্তুত পরবর্তী ঘটনাবলী

২০১৫ সালের উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত-পরবর্তী সময়ের প্রয়োজনীয়তা অথবা আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশযোগ্য কোন বিষয় ঘটেনি।

লভ্যাংশ প্রদানের নীতি

আইপিআই ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একান্তভাবে বিশ্বাস করে যে, কোম্পানির কার্যক্রমের ফলস্বরূপ চলমান সময়ে শেয়ারহোল্ডারগণকে যেমন সর্বোচ্চ সুবিধা তথা মুনাফা প্রদান করতে হবে তেমনিভাবে অর্জিত মুনাফার একাংশ সঞ্চয় রূপে স্থিত রাখতে হবে যাতে আগামীতেও শেয়ারহোল্ডারগণকে সুবিধা প্রদানের সামর্থ বজায় থাকে। এ বিবেচনায় কোম্পানি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বেনিফিসিয়ারীগণের চাহিদা ও স্বার্থের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করে লভ্যাংশ ঘোষণা করে থাকে।

লভ্যাংশ

আলোচ্য অর্থ বছরের হিসাব পর্যালোচনা করে পরিচালকমন্ডলী ২০১৫ সালের জন্য ১০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১০% স্টক ডিভিডেন্ড (বোনাস শেয়ার) এবং ২৫% হারে নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার সুপারিশ করেছেন।

রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস

২০১৫ সালে কোম্পানির রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস ৩৬২,৫০০,১১৯ টাকায় উন্নীত হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২৫৯,২৮৬,৯৬৩ টাকা।

নিরীক্ষক নিয়োগ

কোম্পানির নিরীক্ষক মালেক সিদ্দিকী ওয়ালী, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ২০১৫ সালের নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করেছেন। মালেক সিদ্দিকী ওয়ালী, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ৫ বছর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। SEC/CMRRCD/2009-193/104/Admin Dated the 27 July, 2011 তারিখের নোটিফিকেশন অনুসারে বর্তমান নিরীক্ষক পুনরায় কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য নয়।

কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে পরবর্তী হিসাব বর্ষের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্তে দুটি চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ফার্ম তাদের আগ্রহ (Express of Interest) প্রকাশ করেছেন। নিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অডিট কমিটি বিশদভাবে পর্যালোচনা করে এবং এস. এফ. আহমেদ এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস-কে কোম্পানির নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য বোর্ডে সুপারিশ করেন। এ ব্যাপারে বোর্ড সার্বিক পর্যালোচনা করে এস. এফ. আহমেদ এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস-কে কোম্পানির নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। বিষয়টি আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং উক্ত নিরীক্ষকের নিরীক্ষা ফি (Audit Fee) নির্ধারণ করা হবে।

শেয়ারহোল্ডারগণের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক

কোম্পানি আইনের বিধি মোতাবেক যথারীতি কোম্পানি নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করে আসছে, যার মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদেরকে আর্থিক ফলাফল, কোম্পানির অগ্রগতি, গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ফলে শেয়ারহোল্ডারগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কোম্পানি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য যথাসময়ে অবহিত হচ্ছেন। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ শেয়ার বিভাগ থেকে টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তাঁদের কাঙ্ক্ষিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারছেন।

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

পরিচালকমণ্ডলী ওষুধ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ওষুধ শিল্প সমিতি, সম্মানিত চিকিৎসক, কেমিষ্টগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক সহযোগিতার কথা পরিচালকমন্ডলী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে।

পরিচালকমন্ডলী ব্যবসায়ীক সফলতায় আন্তরিক অবদান রাখার জন্য সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্রেতা-ভোক্তাসহ পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী এবং আইপিআই এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছে।

দেশ ও জাতির অব্যাহত উন্নয়নে আমাদের সব অকৃত্রিম প্রয়াস আল্লাহপাক কবুল করুন। সবশেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও কোম্পানির উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সার্বিক অগ্রগতির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে রহমত কামনা করছি।

পরিচালকমন্ডলীর অনুমোদনক্রমে ও পক্ষে

প্রফেসর ড. এ.কে.এম. সদরুল ইসলাম	**প্রফেসর ডা. শাহ মো. বুলবুল ইসলাম**	**মো. শহীদ ফারুকী, এফসিএস**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	পরিচালক	কোম্পানি সেক্রেটারী